আজকের কাগজ

63

তারিখ 18 NOV 1991
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

26

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস আমেরিকাতেও, স্কুলের ছাত্রদের হাতে ও বন্দুক-ছুরি-ক্ষুর, প্রতি পাঁচজনের একজন সশস্ত্র

শিল্পোন্নত বিশ্বের সব চাইতে সহিংস রাষ্ট্র মার্কিন মুলুকের হাই স্কুল ছাত্ররা বাস করতে শিখছে সন্ত্রাসী ছাত্রদের সঙ্গে। সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ তথ্যাদি প্রতীয়মান করে যে, নিদেন পক্ষে ২৫ লাখ মার্কিন টিনাজার বহন করে বন্দুক, ছুরি, ক্ষুর কিংবা ডান্ডা- এ হলো এমন ক্রিয়া যা বিপদগ্রস্ত করেছে বহু স্কুলকে। প্রতি তিনজন পুরুষ স্কুল ছাত্রের একজন অস্ত্রবাহী, নারী ছাত্রদের ধরে প্রতি পাঁচজনের একজন। রয়টার।

যে ২৫ লাখ মার্কিন কিশোর-কিশোরী বহন করে অস্ত্র তাদের ২১ শতাংশ, অর্থাৎ সংখ্যাগণনায় ৫ লাখ ২৫ হাজার ছাত্র বহন করে বন্দুক। এ জরিপ সংঘটিত হয় আটলান্টিস্থিত সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) কর্তৃক ১১ হাজার ছাত্রের ওপর গোটা দেশ-জোড়া। এমত প্রতীয়মান যে, প্রতিদিন বিদ্যালয়সমূহে প্রবেশ করে ৯০ হাজার থেকে ১ লাখ ৩৫ হাজার বন্দুক। এবং এই জরিপ গঠিত এমন এককালে যখন হয়ে গেছে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাগুলির ঘটনা যা পূর্ণবার প্রমাণ করে ছাত্রবৃন্দ বন্দুকবাহী।

উদাহরণসমূহ

১. হিউস্টন : বিদ্যালয়ের প্রাতরাশের লাইনে দাঁড়িয়ে ১৫ বছরের সহপাঠিনীকে গুলি করে হত্যা করেছে সপ্তদশ বর্ষীয় ছাত্র।

২. বোস্টন : বিদ্যালয়ের ফুটবল ক্রীড়ায় ১৭ বছরের ছাত্রের কাঁধে বুলেটাঘাত।

৩. লস এঞ্জেল : বুলেট শব্দে বিদ্যালয়ের ফুটবল ক্রীড়ার দর্শকরা আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পলায়নমান।

৪ সল্ট লেক সিটি : ছাত্রদের লড়াই থামাতে গিয়ে শিক্ষক বুলেটের আঘাতে আহত।

৫ লংভিউ : বিদ্যালয়ের হলঘরে ছাত্রদের বিবাদ পরিণত বন্দুকযুদ্ধে, যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সে আহত।

৬ শিকাগো: বিদ্যালয় জিমখানায় ছাত্রের প্রবেশ ও ১২ রাউন্ড-বুলেট বর্ষণ, একজন শিক্ষক আহত।

৭ ওয়াশিংটন : হোয়াইট হাউজ থেকে মাত্র দ্বাদশ ব্লক দূরে বিদ্যালয় বর্ষের প্রথম দিনে দ্বিপ্রহরের বুলেট বৃষ্টি।

রাজধানী ওয়াশিংটনে মাথা পিছু হত্যার হার সর্বাধিক, তথাপি সে নগরের অধিবাসীগণ বিদ্যালয় / যুদ্ধে উদ্বিগ্ন। ওয়াশিংটন পোস্টের সম্পাদকীয়তে লিখিত হয়েছে যে- 'বিদ্যালয়সমূহ পরিকল্পিত হয় এমন স্থপতির হাতে যাঁরা অপরাধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে অজ্ঞ।' ফলত বিদ্যালয়সমূহ যেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের দুঃস্বপ্ন, বহুতর দরজা-জানলায় সহজে অনুপ্রবেশযোগ্য!

কিন্তু দেশ জুড়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন। যে সকল ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে তাতে আছে-

১ * বন্দুকবাহী ছাত্র প্রতিরোধে মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবহার।

২ * লকার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৩* পুস্তকাদি স্বচ্ছ ব্যাগে পরিবহন।

ক্যালিফোর্নিয়ার ন্যাশনাল স্কুল সেফটি সেন্টারের মতে -দেশের বৃহত্তম ৫০ বিদ্যালয়ের এক চতুর্থাংশ এখন মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করে। অন্যেরা সামরিক জীবনরক্ষা ড্রিল অন্তর্ভুক্ত করেছে পাঠক্রমে।

উদাহরণ

স্কুল সেফটি সেন্টারের নির্বাহী ডিরেক্টর রোনাল্ড স্টিফেন্স বললেন- 'সিয়াটলে আছে সংকট ড্রিল। ওকল্যান্ডে আছে বুলেট ড্রিল। লস এঞ্জেলেসেও বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত হচ্ছে বুলেট ড্রিল... ছাত্রদের শিক্ষা দিতে কি করতে হবে হিংসার কিংবা ইতস্তত বুলেট ভ্রমণের সময়, কিভাবে বুলেট যুদ্ধ শুরু হলে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হতে হবে সেই পদ্ধতি।'

এমত নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি গ্রহণের পরেও মার্কিন মুলুকে গত শরৎকাল যাবতঃ বিদ্যালয়ে গুলি ও গুলিজনিত হতাহতের সংখ্যা অদৃষ্টপূর্ব বললেন, স্টিফেন্স। তদুপরি তিনি জ্ঞাত করেন যে, সেসকল এখন বন্দুযুদ্ধে হয়। ১৯৮৭ থেকে এই সংখ্যা বর্ধমান।

ভৌগোলিক বিস্তৃতিও উল্লেখযোগ্য। স্বল্পকাল আগেও কেবল পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের বৃহৎ নগরসমূহে মুখত্য টিনএজ গ্যাং ও মাদক ব্যবসায়ীগণ এমত কাজে লিপ্ত ছিলো। কিন্তু বর্তমানে আজ পাড়া গাঁতেও ছড়িয়ে পড়েছে বিপজ্জনক অস্ত্র। ওহিও'র ক্ষুদ্র শহর কলম্বাসে শিক্ষকদের বিতরণ করা হয়েছে বন্দুকযুদ্ধের ফলে করনীয় উপদেশ সম্বলিত কার্ড। এর অন্যতম কারণ ব্যক্তি মালিকানায় অস্ত্রের বিপুল প্রসার। বর্তমানে এমত রাইফেল ও শটগানের সংখ্যা ২ লাখ পোনে ২ হাজার। বিশেষজ্ঞদের মতে অস্ত্রের এই প্রসার অব্যাহত থাকলে ৯০ দশকের মধ্যভাগে মার্কিন মুলুকের প্রতিটি নারী, পুরুষ ও শিশুর জন্যে থাকবে একটি করে বন্দুক। স্টিফেন্সের মতে বিদ্যালয় ছাত্ররা অস্ত্রবাহী বহুকাল ধরে। কিন্তু বর্তমানে তাদের উত্তরণ-ঘটেছে ছুরি থেকে বন্দুকে।